প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তার জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পাঠ নং ২৫

থিম: আমরা প্রার্থনা করি যারা "সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প" শোনেন তারা আলো + দৃষ্টি উভয়ই পাবেন।

আমরা আমাদের গবেষণায় এই পর্যন্ত আলো এবং দৃষ্টির মধ্যে বিশাল পার্থক্য দেখেছি। একজন ব্যক্তির ভাল প্রাকৃতিক দৃষ্টিশক্তি থাকতে পারে তবে সম্পূর্ণ নৈতিক অন্ধকারে থাকতে পারে কারণ তাকে জীবনের আলো, ঈসা মসিহ, এটি অতিপ্রাকৃত উপহার হিসাবে দেওয়া হয়নি।

শৌল (পৌল) তার সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় দেশবাসী, ফরীশীদের মতো, তাদের হিব্রু পবিত্র বই, আইন ও নবীদের মধ্যে আল্লাহর প্রকাশিত লিখিত শব্দের সত্যতা দেখেছেন এবং শুনেছেন। উপরন্তু ফরীশী এবং সাদ্দুকিরা আল্লাহর আলো, ঈসা মসিহের মুখোমুখি হয়েছিল, যখন তিনি ইস্রায়েলকে অলৌকিক কাজ করে চলেছেন যা কোন সাধারণ মানুষ সম্পন্ন করতে পারেনি এবং তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে অসীম জ্ঞান ঘোষণা করেছিলেন।

তবুও খুব কম লোকই তাদের চিরন্তন রূহের নাজাতের জন্য নৈতিক জ্ঞান, অনন্ত জীবনের আলো পেয়েছে। কেন? কারণ তারা ঈসা মসিহের আলোকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং অন্ধকারে থাকতে পছন্দ করেছিল।

- ইউহোন্না ৩:১৮-১৯ যে সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে তার কোন বিচার হয় না, কিন্তু যে ঈমান আনে না তাকে দোষী বলে আগেই স্থির করা হয়ে গেছে, কারণ সে আল্লাহর একমাত্র পুত্রের উপর ঈমান আনে নি। তাকে দোষী বলে স্থির করা হয়েছে কারণ দুনিয়াতে নূর এসেছে, কিন্তু মানুষের কাজ খারাপ বলে মানুষ নূরের চেয়ে অন্ধকারকে বেশী ভালবেসেছে।

আমরা আমাদের গবেষণা থেকে স্মরণ করি যে শৌল মসিহের-অনুসারীদের নিপীড়নের উদ্দেশ্যে দামেস্কের দিকে যাত্রা করেছিলেন। ঈসা শৌলের কাছে আবির্ভূত হন এবং তাকে চিরন্তন দৃষ্টি দেন যা ঈসার উদ্ঘাটন, নিজেই, জীবনের আলো।

- প্রেরিত ৯:৩-৫ পথে যেতে যেতে যখন তিনি দামেস্কের কাছে আসলেন তখন আসমান থেকে হঠাৎ তাঁর চারদিকে আলো পড়ল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শুনলেন কে যেন তাঁকে বলছেন, "শৌল, শৌল, কেন তুমি আমার উপর জুলুম করছ?" শৌল জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আপনি কে?"

ঈসা মসিহের উদ্ঘাটনের প্রতি শৌলের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং একইভাবে যাদেরকে দৃষ্টি সংরক্ষণের উপহার দেওয়া হয়েছে তাদের দ্বারা পুনরাবৃত্তি হয়েছে: প্রেরিত ৯:৬ তিনি বললেন, "আমি ঈসা, যাঁর উপর তুমি জুলুম করছ। এখন তুমি উঠে শহরে যাও। কি করতে হবে তা তোমাকে বলা হবে।"

এটা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? আমাদের পড়তে হবে ঈসা নিজের সম্পর্কে কী ঘোষণা করেছিলেন যেমন তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন অতিপ্রাকৃত আলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা যা নৈতিক জ্ঞানের জন্ম দেয়।

দৃষ্টির অতিপ্রাকৃত উপহারের প্রতি আমাদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া শৌলের মতোই হবে। দৃষ্টির প্রমাণ হবে, কি করতে হবে তা তোমাকে বলা হবে।

"আমি কি করব?" এই প্রশ্নের উত্তর সহজ এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট কারণ এটি পিতা আল্লাহর দ্বারা দেওয়া হয়েছিল: মথি ১৭:৫ পিতর যখন কথা বলছিলেন তখন একটা উজ্জ্বল মেঘ তাঁদের ঢেকে ফেলল। সেই মেঘ থেকে এই কথা শোনা গেল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট। তোমরা এঁর কথা শোন।"

আমরা যখন আল্লাহর সত্যের প্রতি সাড়া দিই, তখন আমরা "সত্যবাদী" হয়ে উঠি। আমরা যে কাউকে বলি যে যিশুর কথা শুনবে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প।

ঈসা স্পষ্টতই মানুষের আলো এবং তাঁকে ছাড়া একজন অন্ধকারে রয়েছেন।

- ইউহোন্না ১:৪-৫ তাঁর মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবনই ছিল মানুষের নূর। সেই নূর অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে কিন্তু অন্ধকার নূরকে জয় করতে পারে নি।

- ইউহোন্না ১:৭-৯ তিনি নূরের বিষয়ে সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন যেন সকলে তাঁর সাক্ষ্য শুনে ঈমান আনতে পারে। তিনি নিজে সেই নূর ছিলেন না কিন্তু সেই নূরের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন। সেই আসল নূর, যিনি প্রত্যেক মানুষকে নূর দান করেন, তিনি দুনিয়াতে আসছিলেন।

প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তার জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

- ইউহোন্না ৮:১২ পরে ঈসা আবার লোকদের বললেন, "আমিই দুনিয়ার নূর। যে আমার পথে চলে সে কখনও অন্ধকারে পা ফেলবে না, বরং জীবনের নূর পাবে।"

- ইউহোন্না ১২:৩৫-৩৬ ঈসা তাদের বললেন, "আর অল্প সময়ের জন্য নূর আপনাদের সংগে সংগে আছে। নূর আপনাদের কাছে থাকতে থাকতেই চলতে থাকুন যেন অন্ধকার আপনাদের জয় করতে না পারে। যে অন্ধকারে চলে সে কোথায় যাচ্ছে তা জানে না। নূর আপনাদের কাছে থাকতে থাকতেই নূরের উপর ঈমান আনুন যেন আপনারা সেই নূরের লোক হতে পারেন।" এই সব কথা বলবার পর ঈসা লোকদের কাছ থেকে চলে গিয়ে নিজেকে গোপন করলেন।

- ইউহোন্না ১২:৪৫-৪৭ যে আমাকে দেখে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সে তাঁকেই দেখে। আমি এই দুনিয়াতে নূর হিসাবে এসেছি যেন আমার উপর যে ঈমান আনে সে অন্ধকারে না থাকে। যদি কেউ আমার কথা শুনে সেইমত না চলে তবে আমি নিজে তার বিচার করি না, কারণ আমি মানুষকে দোষী প্রমাণ করতে আসি নি বরং মানুষকে নাজাত দিতে এসেছি।

- ইউহোন্না ১৪:৬ ঈসা থোমাকে বললেন, "আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।

- ২ করিন্থীয় ৪:৩-৪ আমাদের সুসংবাদ যদি ঢাকা থাকে তবে যারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাদের কাছেই ঢাকা থাকে। অ-ঈমানদার লোকদের মন এই যুগের দেবতা অন্ধ করে দিয়েছে যেন তারা সুসংবাদের নূর দেখতে না পায়। এই সুসংবাদে মসীহের মহিমা ফুটে উঠেছে, আর এই মসীহ্ই হলেন আল্লাহ্‌র হুবহু প্রকাশ।

- ১ ইউহোন্না ১:৭ কিন্তু আল্লাহ্ যেমন নূরে আছেন আমরাও যদি তেমনি নূরে চলি তবে আমাদের মধ্যে যোগাযোগ-সম্বন্ধ থাকে আর তাঁর পুত্র ঈসার রক্ত সমস্ত গুনাহ্ থেকে আমাদের পাক-সাফ করে।

শৌল অতিপ্রাকৃত দৃষ্টি পাওয়ার পর, তার নাম পরিবর্তন করে পল রাখা হয়। তিনি অবিলম্বে ঈসা মসিহকে সত্যিকারের আলো হিসাবে ঘোষণা করতে শুরু করেছিলেন যা পৃথিবীতে আসা প্রতিটি মানুষকে আলো দেয়। বিশ্বের বেশিরভাগ পরিচিত পৌলের মাধ্যমে সত্য শুনেছিল।

পৌল যাদের স্পর্শ করেছিলেন তাদের কাছে আলো এনেছিলেন। যাইহোক, কোন মানুষ দৃষ্টি উত্পাদন করতে সক্ষম হয় না. নাজাত, চিরন্তন নৈতিক জ্ঞানের দৃষ্টি, পবিত্র আত্মা দ্বারা একচেটিয়াভাবে দেওয়া একটি উপহার।

আমরা যখন পৌলের যাত্রা অনুসরণ করি, আমরা পূর্ববর্তী পাঠ থেকে লুদিয়া নামে একজন ইহুদি মহিলার রূপান্তরিত দৃষ্টি-উৎপাদন অভিজ্ঞতাগুলি স্মরণ করি, ফিলিপির বিধর্মী জেলর + পরিবার এবং থেসলনিকিয়োর বেশ কিছু নবজাতক ঈমানদার।

আমাদের সকলকে অনুরূপ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আমরা কি ফিলিপীয় কারাগারের মতো অগণিত সংখ্যক অনন্ত আত্মা খুঁজে পেতে পারি যারা বলবে "মহাশয়গণ, নাজাত পেতে আমাকে কি করতে হবে?"

প্রিয় পাঠক, আমাদের একটি সবচেয়ে চমৎকার কাজের জন্য ডাকা হয়েছে। অকল্পনীয় চিরন্তন ভান্ডারের ফল হবে যখন আমরা প্রত্যেকের কাছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প ঘোষণা করি এবং আমাদের শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করি যে তারা বেহেস্তে যেতে চান কিনা। মাঝের ক্রুশে থাকা লোকটি বলেছিল যে চায় সে আসতে পারে এবং তাঁর সাথে থাকতে পারে।

ঈসা মসিহের সৌন্দর্য এবং সুসমাচারের সরলতা মনে রাখা আমাদের বেহেস্তমুখী যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য আমাদের অপ্রতিরোধ্য কৃতজ্ঞতা দেবে।

আমরা আপনার প্রশ্ন পেতে চাই। আপনার প্রশ্নগুলি ইংরেজিতে WasItForMeRom832@gmail.com এবং বাংলায় write2stm@gmail.com এই ঠিকানায় পাঠান।

মসীহে আপনার প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা - জন + ফিলিস (Jon + Philis)